125909 - যদি কোনো কোম্পানি তার কাস্টমারকে rent-to-own চুক্তির মাধ্যমে গাড়ি বা স্থাবর সম্পত্তি ভাড়া দেয়

প্রশ্ন

আমাদের তিউনিশিয়ায় এমন কিছু কোম্পানি ছড়িয়ে পড়ছে যেগুলো নিজেদেরকে rent-to-own কোম্পানি বলে পরিচয় দেয়। এগুলোর মূল সেবা হল কাস্টমার যে পণ্যটা (গাড়ি বা জমি) চায় সেটা ক্রয় করে কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রেশন করা, তারপর পূর্ব-নির্ধারিত একটা মূল্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে সেটা কাস্টমার ভাড়া দেওয়া। মেয়াদ অতিক্রম হলে সেটি বিক্রিতে পর্যবসিত হবে। উল্লেখ্য, ঐ কোম্পানি এই জিনিসিগুলোতে লাভ করে এবং যিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনি নিজ হাতে মূল্য হস্তগত করেন না। বরং কোম্পানি নিজের নামে পণ্য কিনে। কাস্টমার কর্তৃক ভাড়ার চুক্তিতে উল্লেখিত শেষে কিস্তি পরিশোধের আগে এর মালিকানা তার নামে হস্তান্তর করা হয় না। এ ধরনের কেনাবেচা কি হালাল? নাকি এটা ছদ্মবেশধারী সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আপনি যে লেনদেনের কথা উল্লেখ করেছেন সেটা ‘মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া’ (rent-to-own) এর অন্তর্ভুক্ত। এর কিছু জায়েজ রূপ আছে; আর কিছু হারাম রূপ আছে।

উদাহরণস্বরূপ কোম্পানি যদি গাড়িটি কাস্টমারকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাড়া দেয়, তারপর কোন নতুন ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়িটি কাস্টমারের মালিকানা স্থানান্তরিত হয়, অর্থাৎ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভাড়ার চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয়ের চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়; তাহলে লেনদেনের এই রূপটি হারাম।

অনুরূপভাবে কোম্পানি যদি কর্মচারীর সাথে ভাড়ার চুক্তি করে এবং একই সময়ে বিক্রিয়ের চুক্তি করে; তাহলে এটাও জায়েয হবে না। কারণ একই পণ্যের ওপর একই সময়ে পরস্পর বিরোধী দুটি চুক্তি একত্রিত হতে পারে না।

জায়েয লেনদেনের রূপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ভাড়ার চুক্তির সাথে বিক্রিয়ের ওয়াদা দেয়া। ভাড়া শেষ হলে দুই পক্ষ একটা মূল্যের ব্যাপারে সম্মতিতে পৌঁছে বিক্রিয়ের চুক্তি করবে। এটা জায়েয।

আরকেটি রূপ হলো: ভাড়ার চুক্তরি সাথে বস্তুটা (যমেন: গাড়ি) উপহার হসিবে প্রদান করার একটা চুক্তি করা; তবে পূর্ণ ভাড়া পরশিোধ করার শর্তে উপহাররে চুক্তকিে ঝুলয়িে রাখা হবে কংিবা পূর্ণ ভাড়া পরশিোধ করার পর উপহার দওেয়ার ওয়াদা থাকব। এটাও জায়যে।

সকল জায়যে রূপরে ক্ষত্রেে শর্ত হলো: ভাড়াপ্রদান আসল হওয়া; বক্রিয়কে আড়ালকারী না হওয়া। ভাড়ার ক্ষত্রেে ভাড়া-প্রদত্ত পণ্য তথা গাড়ি বা স্থাবর সম্পত্তরি যে কোন ক্ষতপিূরণরে দায় ভাড়া প্রদানকারীর (কোম্পানরি) ওপর বর্তায়; ভাড়াটয়িার ওপর নয়। অনুরূপভাবে ভাড়া চলাকালীন রক্ষণাবক্ষেণরে খরচপাতি ভাড়া প্রদানকারী ওপর; ভাড়াটয়িার ওপর নয়। এটাই বক্রিয়রে সাথে ভাড়ার ভন্নিতা। কারণ বক্রিয় চুক্তরি ক্ষত্রেে পণ্যরে ক্ষতপিূরণ ও রক্ষণাবক্ষেণরে দায় ক্রতোর উপর। যহেতেু বক্রিয় চুক্তি সম্পাদনরে সাথে সাথে ক্রতো পণ্যরে মালকি হয়ে যায়।

‘আল-মাওসূয়াতুল ফকিহয়িযা আল-কুয়াইতয়িযা’-তে (১/২৮৬) এসছে:

“ভাড়াপ্রদত্ত বস্তুর রক্ষণাবক্ষেণরে খরচ ভাড়াটয়িা কর্তৃক বহন করার শর্তারোপ করা জায়যে নইে। কনেনা এতে করে ভাড়ার পরমিাণ অস্পষ্ট হয়ে যায়। চার মাযহাবরে ঐকমত্যে উক্ত শর্ত করার মাধ্যমে ভাড়াচুক্তি বাতলি হয়ে যায়।”[সমাপ্ত]

‘মালকিানার মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া’-র জায়যে ও হারাম রূপগুলোর ববিরণ দয়িে ইসলামী ফকিহ একাডমেি একটা সদ্ধিান্ত প্রকাশ করছে। ইতপিূর্বে 97625 নম্বর প্রশ্নোত্তরে আমরা সটেি উল্লখে করছে।ি

কোম্পানি যদি অগ্রমি ডাউন পমেন্টেরে শর্ত করে যা মূল ভাড়া থকেে কাটা যাব; তাতে সমস্যা নইে। কন্তিু ভাড়াগ্রহীতা ভাড়ার ময়োদ পূর্ণ না করার ক্ষত্রেে কোম্পানি ডাউন পমেন্টে হস্তগত করা জায়যে নয়। তবে ভাড়ার যতটুকু ময়োদ অবশষ্টি আছে ততটুকুর অংশ ছাড়া।

আমাদরে উপদশে হচ্ছে আপনি ঐ কোম্পানরি চুক্তপিত্ররে একটি কপি নয়িে সটেি বশিষেজ্ঞ আলমেদরে কাছে পশে করবনে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।